Date: 21.05.2020

M.A SEM - II
Sub: Bengali
CC: 09
Prepared by Dr. Sagar Sarkar

2. 'ছেঁড়া তার' নাটকটি ট্রাজেডি কিনা – বিচার কর।

Ans: 'ছেঁড়া তার' ট্রাজিক নাটক। নাটকের শেষে নায়ক রহিমের যে ইচ্ছা মৃত্যু ঘটেছে সেখানেই আছে এই নাটকের ট্রাজিক বীজ নিহিত। অ্যারিস্টটল ধ্রুপদি ট্রাজেডির কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করে গেছেন এবং মোটামুটি ভাবে সেই নির্দেশ আজও পর্যন্ত গৃহীত হয়ে আসছে। তাঁর মতে, 'ট্রাজেডি হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ, পরিমিত আয়তন বিশিষ্ট ঘটনার অনুকরণ, যার ভাষা প্রত্যেকটি রকমের শিল্প অলংকার অভিজাত, নাটকের বিভিন্ন অংশে যার কতকগুলি ধরনের প্রয়োগ ঘটে, বর্ণনামূলক নয়, ক্রিয়াকলাপের আকারের শোক ও ভয়ভাবের উদ্রেকের মাধ্যমে এই ভাব গুলির যথাযথ মোক্ষণ ঘটে।' 'ছেঁড়া তার' নাটকটি গড়ে উঠেছে একটা পূর্ণাঙ্গ কাহিনির ওপর এবং কাহিনীটি [illegible] ও গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, কাহিনীতে থাকবে one action অর্থাৎ তাতে থাকবে একটি দ্বন্দ্ব - একাধিক দ্বন্দ্ব থাকলে কাহিনী কেন্দ্রচ্যুত হতে পারে এবং কেন্দ্রচ্যুত কাহিনীর রসহানি ঘটায়। কিন্তু আধুনিক সুকৌশলী নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী এ নাটকে তিন ধরনের দ্বন্দ্বকে একত্র গ্রথিত করেছেন। ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং ধর্মীয় অনুশাসনগত আঘাত দেখান হয়েছে এই নাটকে এবং সব কটির সঙ্গেই নায়ক রহিম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই কাহিনীতে রস সৃষ্টিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। সুতরাং কাহিনিগত লক্ষণের বিচারে 'ছেঁড়া তার' নাটকটিকে ট্রাজেডি বলা যুক্তিসঙ্গত।

ট্রাজেডি হতে গেলে জানত

TOPic - CHERATAR

অথবা অজ্ঞানতাবশত নায়ক চরিত্রে কোনো ত্রুটি থাকে জরুরী ইডিপাস না জেনে তাঁর পিতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেছিলেন বলেই তাঁর জীবনে ট্রাজেডি দেখা দিয়েছিল। ঐশ্বর্য শৌর্য-বীর্য সত্ত্বেও অতি দর্পের জন্যেই রাবনের পতন হয়েছিল। দানের জন্য অহংকার করাতেই বলিরাজকে পাতালে যেতে হয়েছিল। রহিম যুদ্ধ করেছিল হাকিমের প্রত্যেষ্যাকে। গোবিন্দ যখন বলেছিল "হাকিমুদ্দি কিন্তু তোর পাছে লাগিয়ায় আছে রে।" তখন সে তাচ্ছিল্য ভরে বলেছিল "থাক না ক্যানে। মোর এ্যাও কইতারে।" সে যে দাপ এ সে রক্ষা পেয়েছিল তার অন্তর জোরে।

দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া দেখা দিয়েছে। বাবুদের খোরাকীর ধান লুঠ করা হবে কিনা তা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েই পরামর্শ চলছে রহিম-শ্রীমন্ত -গোবিন্দ- তমিজদের। শ্রীমন্ত বলেছিল, 'আ: হা: কেউ শুনি ফেলাইবে রে।' গোবিন্দ সভয়ে আরো সতর্ক হয়ে বলেছিল, "চল চল। কথা অরেমামুদের বাড়ী হইবে।" কিন্তু এই গোপনীয়তাকেও তাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিয়েছিল রহিম - "ভাবিত কথা"। এই তাচ্ছিল্য রহিমের পক্ষে মস্ত ত্রুটি, দ্বিতীয়বারের এই তাচ্ছিল্যকে কেন্দ্র করেই রহিমের জীবনে ট্রাজেডি ঘনিয়ে এসেছিল। গোপনে পরামর্শ হলে ছহিরখানী খোলার সুযোগ পেত না হাকিমুদ্দি। আর তাহলে তালাক দিতে হত না ফুলজানকে। ফুলজানকে তালাক দেবার মাশুল গুনেছিল রহিমের ত্রুটি। অতটুকু উত্তেজনা বশে সে কাজটা করেছিল। ফুলজান তাকে গভীরভাবে ভালোবাসলেও তার পক্ষে যে স্ত্রীর অসম্মান করা সম্ভব নয় এটা

Scanned with CamScanner

বোঝেনি ও। হাদীজ মেনে নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে এক রাত কাটাতে দেওয়া যে কতখানি অপমান হওয়া তাও পুরো ভাবে দেখেনি ও। সব মিলিয়ে যে ত্রুটি ঘটেছিল রহিমের জীবনে তাই ঘটিয়েছিল তার ট্র্যাজেডি। নায়ক রহিমের ট্র্যাজেডি তার fatal flaw এর জন্যেই।

রহিমের চরিত্রের অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও নিদারুণ বিপর্যয়ে আমাদের মনে বিস্ময়, ভয় ও করুণা জাগে। চরিত্রটিতে অনেক সদগুণের সমাবেশ ঘটেছিল কিন্তু সামান্য ত্রুটির জন্য তার পতন ঘটে গেল। আমরা গভীর বেদনা বোধে আপ্লুত হয়ে উঠি। এই বেদনাবোধই Tragic impression। গ্রিক ট্র্যাজেডির বিচারে রহিমের মধ্যে ঘটেনি অতি নাটকীয়তা বা মেলোড্রামায় পর্যবসিত হলেও ভারতীয় ভাবধারায় ও মানবিক দিক দিয়ে রহিমের ট্র্যাজেডি তথা "ছেঁড়া তার" এর ট্র্যাজেডিকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না।

The End

S. [signature]
২১/০৩/২০২০

Scanned with CamScanner